

২৪ নভেম্বর ‘সমতার ইস্তাহার’-এর তিন নম্বর বসাটি হল সেলিমপুরে। আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, আমি শমীক, শ্রীদীপ, মানব, সংবিদা, শিল্পী, বিকাশ, শ্রীপর্ণব, মণিদিপা, সোমদ্যুতি, শ্রেয়সী, শৌনক, দেবর্ষি, স্বপন। সামান্য পরে যোগ দেয় আবীর, অনির্বাণ, অর্পিতা, গৌর, সবিতা।

আলোচনার শুরুতে সমতার ইস্তাহার নিয়ে গৌরচন্দ্রিকা করি আমি। গোটা মিটিংটাও আমি কনডাক্ট করি।

প্রথমে বলতে শুরু করে বিকাশ বলেন, শক্তিগড়ের (বাউল ফকির উৎসবের) মাঠে কীভাবে দুটি পতাকা পুঁতে শরীরচর্চা করার নামে আরএসএস তার আখড়া শুরু করেছিল। তিনি বলেন, একটা নেটওয়ার্ক এবং সংগঠন প্রয়োজন। যাতে স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদ করতে গেলে আক্রান্ত হলে অন্য জায়গা থেকে সাহায্য পাওয়া যায়।

শিল্পী বলেন, পথশিশুদের রেজিস্ট্রার করার একটি প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য বা সম্পদের বৈষম্য কোন স্তরে।

সংবিদা বলেন, পুরুষ মহিলা বড়োলোক গরীব এই সামনা সামনি ভাগাভাগিগুলির মধ্যে একটি বায়বীয় পরজীবী স্তর আছে। দালাল। মাফিয়া। ক্রিমিনাল। ফ্লেশ ট্রেড। ড্রাগ ট্রেড।

সোমদ্যুতি বলেন, বিজেপি এসে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের মধ্যে যে নানারকম বিভাজন ছিল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

মণিদিপা বলেন, জাত বা অন্যান্য সংরক্ষণ — এগুলোর ‘ক্রিমি স্তর’-এর কথা তুলে সংরক্ষণকে লঘু করলে ভুল হবে। ক্রিমি স্তর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সংরক্ষণ সামগ্রিক ভাবে দেখা দরকার। একজন রাজবংশী তিন পুরুষ পড়াশুনা করেছেন — এটা দেখে সাধারণভাবে রাজবংশীদের শিক্ষার হাল বিচার তো করা উচিতই নয়, এমনকি উচ্চশিক্ষায় রাজবংশীদের সংরক্ষণের আলোচনাতেও এই একজন কি দু-জন রাজবংশীর তিন পুরুষ ধরে পড়াশুনার চল-এর কথা তোলাই উচিত নয়। মণিদিপা আরো বলেন, প্রয়োজন কালেকটিভ ইনিশিয়েটিভ বা সামূহিক উদ্যোগের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অংশের স্কিল ডেভেলপমেন্ট যাতে তারা চাকরি ইত্যাদির পরীক্ষাগুলিতে সফল হয়।

শ্রেয়সী নিজের বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু অন্যদের কথার পিঠে কিছু কিছু কথা বলেন।

শৌনক বলেন, আদিবাসীরা এখন রাষ্ট্র কর্তৃক সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। আমাদের আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তাদের লড়াই-এর পাশে দাঁড়ানো দরকার।

মানব বলেন, একটি কর্পোরেট সংস্থার মধ্যেই কিছু অকাজের লোক অনেক অনেক বেশি মাইনে পায় এবং কাজের লোকেরা অনেক কম মাইনে পায়। মালিকরা এই বন্দোবস্ত চালুই শুধু করেনি, এটাকে টিকিয়ে রাখে। প্রতিবাদ করেও কোনো লাভ হয় না। ওই অকাজের ‘ম্যানেজার’রা এই সংস্থাগুলিকে টিকিয়ে রাখে, যদিও ওরা যা কাজ করে সেটা বাকি কাজের লোকেরাই করে দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে উনি নিজে যে সৌদিতে তেল কোম্পানির এক্সপ্লোরেশন সাইট-এ রান্নাঘরের কাজের কথা বলেন। এছাড়াও সংবিদা-র বলা দালাল ইত্যাদি পরজীবী বায়বীয় স্তরের সর্বত্র উপস্থিতির উদাহরণ দেন এই বিদেশের কাজগুলির ক্ষেত্রে দালালির কথা তুলে।

দেবর্ষি বলেন, এলিট ক্লাস হল এই অসমতাকে ধরে রাখার হাতিয়ার। এবং এই অসমতা ঘোচানো যাবে না আপাততঃ, যেটা করা যেতে পারে, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশে এই অসমতার কথাগুলি তুলে ধরা যেতে পারে।

স্বপন বলেন, মুকুন্দপুরে জমির বাজার এতটাই চড়া হয়ে গেছে যে সেখানে আদিবাসীদের বসতিগুলি আর থাকতে পারছে না, সেগুলি উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। বদলে সেখানে ওপার বাংলা থেকে আসা বা অন্যান্য জায়গা থেকে আসা বড়োলোকরা জাঁকিয়ে বসছে। এই সম্পত্তি বাজার অসমতা তৈরিতে খুব বড়ো ভূমিকা পালন করে।

শ্রীপর্ণব বলেন, সমতার জন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি আমরা না ভেঁজে বরং সাধারণ মানুষ কীভাবে অসমতাকে ফাইট করছে সেগুলো দেখা দরকার এবং সেগুলোকে সাহায্য করা দরকার। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, এই কর্পোরেট হোম ডেলিভারির যুগে কৃষক নিজের জমির কাছেই জমির আনাজটি নিয়ে বসে যাচ্ছে। সবজি বাজার উঠে আসছে বাড়িগুলির দোরগোড়ায়। ঠেলায় করে বা মাথায় করে সজ্জি মাছ নিয়ে বাড়ির সামনে এসে হাঁক পাড়ছে নন-কর্পোরেট বিক্রেতাটি। শ্রীপর্ণব আরো বলেন, মানুষ নানা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীপর্ণব অর্থনীতির বাইরের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সবিতা বলেন, দেশভাগ-এর কারণে এবং ইতিহাসের কারণে আমাদের এখানে হিন্দু মানসে মুসলিম বিদ্বেষ আছে এবং তার ওপর ফসল তুলছে বিজেপি।

অনির্বান বলেন, আমরা এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যখন শ্রেণীর ঐক্য ভেঙে যাচ্ছে ধর্ম ভাষা জাতি ইত্যাদিতে, পাড়াভিত্তিক সেন্টিমেন্টও ভেঙে যাচ্ছে। ক্ষমতার স্বপ্ন থেকে মানুষ শ্রেণী বা পাড়ার মতো ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক নয় এমন ঐক্যগুলির বদলে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রীক হয়ে যাচ্ছে। ঐক্যের প্রশ্নে অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে ব্যক্তি-স্বার্থ।

আবির বলেন, সঙ্কটটা দর্শনগত। সবকিছু ভেঙে ফেলা হচ্ছে। অ্যাটোমিক। যে কোনো সাধারণীকরণে আপত্তি। এটাকে নেগেট করতে হবে। শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে। কারখানা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলে পাড়ায়। শ্রেণী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাকি সব বিভাজন — জাত জাতি ভাষা ধর্ম লিঙ্গ ইত্যাদি তা শ্রেণীবিভাজনকে আড়াল করে। তিনি সোভিয়েত এবং চীনের উল্লেখ করেন এবং তাদের ভেঙে যাওয়া পচে যাওয়ার উল্লেখ করেন, এনজিও দের বাড়বাড়ন্তরও উল্লেখ করেন।

অর্পিতা এবং গৌর কিছু বলতে চাননি।

গোটা বসাটি তিন ঘণ্টা ধরে চলে এবং এতে সমতার ইস্তাহার-এর আমি বাদে অন্য দুই প্রকাশক-এর মধ্যে সম্মুখ ব্যক্তিগত কারণে থাকতে পারেননি। অন্যজন, শ্রীদীপ অসুস্থতার কারণে কিছু বলতে পারেননি। উনি বসা চলাকালীন সবাইকে কফি বানিয়ে খাওয়ান।

আমি বসাটি কন্ডাক্ট করার সময় অনেকবার বক্তাদের বলার মাঝে থামিয়ে থামিয়ে সমতার ইস্তাহার-এর কন্টেন্ট ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার ধারণা, বেশ টানা হ্যাঁচড়া করার পরও আমি বক্তাদের নিজস্ব বক্তব্যর মধ্যে সমতার ইস্তাহার-এর পয়েন্টগুলিকে উপস্থাপিত করতে পারিনি। শেষ বক্তা আবিরের সঙ্গে আমার এই টানাহ্যাঁচড়া বেশ নাটকীয় মাত্রা পায়, যখন তার শ্রমিকদের সংগঠিত করা কারখানা বা পাড়ায়, এবং শ্রেণীকে আড়াল করছে অন্যান্য পরিচয় — এই দুই বয়ানকেই আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি, এই কথা আমি কুড়ি বছরের ওপর শুনছি কিন্তু এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। শ্রেয়সী আবিরের বক্তব্য সমর্থন করে বারবার। আবিরকে আমি থামিয়ে দিই।

বসাটি গোটানোর সময় আমি সংক্ষিপ্তসার করি। সংক্ষিপ্তসার-এ আমি শিল্পীর বলা — বাস্তব অর্থনৈতিক অসমতার ভয়াবহ চিত্র; সংবিদার বলা — রাষ্ট্রপোষিত বায়বীয় একটি বন্দোবস্ত সামনাসামনি যে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে তাকে অদৃশ্যভাবে ঠেকানো দেবার কাজ করে; মানবের বলা — কর্পোরেটের মধ্যেই একটি স্তর থাকে যে মালিকের স্বার্থ রক্ষা করে আয়ের বিভাজনকে টিকিয়ে রাখে; রাজর্ষির বলা — অসমতা ঘোচানো সম্ভব নয় হিংসাত্মক হস্তক্ষেপ ছাড়া, আমরা যেটা করতে পারি, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশে এই অসমতার কথা তুলে ধরতে পারি; শৌনকের বলা — আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর কথা; পর্ণবের বলা — সমাজের মধ্যেই কর্পোরেটের পান্টা প্র্যাকটিসগুলি নজর করা চাই; স্বপনের বলা — অসমতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রপার্টি মার্কেটের ভূমিকা; এবং আবির-এর বলা — শ্রেণী অন্য সব বিভাজনের চেয়ে মৌলিক; — এই পয়েন্টগুলিকে স্মরণ করি এবং বলি যে এগুলি প্রত্যেকটাই সমতার ইস্তাহার-কে প্রশ্নে জর্জরিত করছে এবং তার অসম্পূর্ণতার দিকে আঙুল তুলছে। এছাড়াও সংক্ষিপ্তসারের সময় আমি সমতার ইস্তাহার থেকে কী কী কাজ করা হতে পারে, তার কিছু কিছু বলি। বসা শেষ হবার আগেই উঠে গেছিল সংবিদা এবং মণিদীপা।

বসাটির সম্পূর্ণ অডিও নিচের লিঙ্কে গেলে পাওয়া যাবে।

<https://archive.org/details/samatar-istahar-24112019>

(শর্মীক)